জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা

(এনপিও বার্তা)

○ বর্ষ ঃ ০১ ○ প্রকাশনার সংখ্যা ০১ ○ (জানুয়ারী ২০১৭- জুন ১৭) প্রকাশ - ডিসেম্বর ২০১৭

আমির হোসেন আমু, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (**এনপিও বার্তা**) প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।

আর্থ সামাজিক অগ্রগতির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলন বেগবান করা জরুরি। কৃষি, শিল্প, সেবাসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে, দেশ তত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, উৎপাদক, ভোক্তাসহ সর্বসাধারণের মাঝে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে। এনপিও'র উদ্যোগে প্রকাশিত তথ্যবহুল বার্তা এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি (**এনপিও বার্তা**) এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে। এ প্রকাশনা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল, কৌশল ও তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে দেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে যুগপৎ উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

আমি ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) প্রকাশিত (**এনপিও বার্তা**) এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু, এম.পি

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে এনপিও'র সার্বিক কর্মকান্ড জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে **জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা)**- ২০১৭ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে এনপিও সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত প্রাপ্তি সহজতর হবে বলে আমি আশা করি।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা)-২০১৭ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের চলমান উন্নয়ন সাফল্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং সরকারের উন্নয়ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য **জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা)**-২০১৭-বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করেছে। "জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা" প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের পরস্পরের মধ্যে মত-বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও **জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা)**-২০১৭ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমি **জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা)**-২০১৭ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

১৯.১০.২০১৭

(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্)

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। দেশের উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে **১৯৮২** সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষে **১৯৮৯** সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। এনপিও হতে সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা সেক্টরের প্রোডাকটিভিটি উন্নয়নকল্পে টেকসই গবেষণা চালানো ও উপায় উদ্ভাবনীমূলক ইনোভেশন কার্যক্রমেও চর্চা করা হচ্ছে। এনপিও'র রূপকল্প (Vision) হচ্ছে উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। এ অভিলক্ষ্যে (Mission) পৌছানোর জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরী সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৫ সনদ প্রদান ও ট্রফি বিতরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণানুযায়ী ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সাল হতে উৎপাদনশীলতাকে "জাতীয় আন্দোলন" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান ও সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরীতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদান করে আসছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৫" গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সকাল ১০.০০ টায় হোটেল পূর্বাণী, ঢাকায় এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সনদ প্রদান ও ট্রফি বিতরণ করা হয়। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৫ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের হল ক্যাটাগরী-এঃ (বৃহৎ শিল্প) হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ ১ম স্থান, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড ২য় স্থান ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ৩য় স্থান। ক্যাটাগরী-বিঃ (মাঝারী শিল্প) এথিক্স এ্যাডভান্স টেকনোলজী লিমিটেড ১ম স্থান ইরা ইনফোটেক লিঃ, ২য় স্থান অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিঃ, ৩য় স্থান। ক্যাটাগরী-সিঃ (ক্ষুদ্র শিল্প) ১ম স্থান ডিভাইন আইটি লিমিটেড, ২য় স্থান প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, ও মেসার্স রনি এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় স্থান ক্যাটাগরী-ডিঃ (মাইক্রো শিল্প) বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস), ১ম স্থান, তারা মার্কা ২য় স্থান ও উইমেন্স ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড, ৩য় স্থান। ক্যাটাগরী-ইঃ (কুটির শিল্প) মেক্সিম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং ১ম স্থান, অঙ্গনা বিউটি পার্লার এন্ড স্কীন কেয়ার ২য় স্থান এবং প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ৩য় স্থান। ক্যাটাগরী-এফঃ (রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড, ১ম স্থান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ২য় স্থান ও আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড ৩য় স্থান।

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড'-২০১৫ এর সনদপত্র ও ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ, সভাপতি, এফবিসিসিআই, জনাব কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সভাপতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া এনডিসি।

উক্ত সনদ প্রদান ও ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এওয়ার্ড প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ, সভাপতি, এফবিসিসিআই এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি।

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড'-২০১৫ এর সনদ প্রদান ও ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" ২০১৬ এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সেমিনার আয়োজন

"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬" উপলক্ষ্যে স্মরণিকা মোড়ক উন্মোচন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি।

জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও গত ০২ অক্টোবর, ২০১৬ "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে" সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক মালিক সমিতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় এবং এফবিসিসিআই এর সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার ও এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা অপরিহার্য" (Higher Productivity for Sustainable Growth) শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার এ.এন.এম.শহিদুল্লাহ, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল, বিআইএম। উক্ত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ এবং জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন। এবারে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের" প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার জনগণের নিকট জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা সম্বলিত Robo- call ও এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় দৈনিক চারটি পত্রিকা এবং The Daily Observer, দৈনিক সমকাল, দৈনিক কালবেলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে রঙিন ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়, এফবিসিসিআই এর সভাপতি ও এনপিও'র পরিচালক সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত টকশো প্রচার এবং দিবসের প্রথম প্রহরে রাত ১২.০০ টায় বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড হতে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের তাৎপর্য সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)'র প্রশিক্ষণ কক্ষে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের উপর স্বরচিত কবিতা পাঠসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" ২০১৬ এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সেমিনার আয়োজন

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ ও জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন -২০১৫ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন ।

দেশ ব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৬ পালন

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়পুরহাট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

দেশ ব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৬ পালন

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, সিলেট এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আমরা দেশের শক্তি (আদেশ) এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট।

দেশ ব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৬ পালন

"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬" উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি।

উপজেলা প্রশাসন, আলীকদম, বান্দরবান কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস- ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা উপজেলা প্রশাসন, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস- ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি জেলা প্রশাসন, বাগের হাট।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস- ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা উপজেলা প্রশাসন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে সারা দেশের ২৭টি জেলা প্রশাসন বিসিক ও বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সহ ২৩টি উপজেলা প্রশাসন ও ৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন করেন।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে Material Flow Cost Accounting শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৭-৩০ মার্চ ২০১৭ ইং তারিখে FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000. "Workshop on Material Flow Cost Accounting" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া এনডিসি এবং সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেন চন্দ্র দাস। আরও উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer, Mr. Ta-Te Yang. এ Workshop কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এবং APO এর Country Alternate Director for Bangladesh জনাব এস.এম আশরাফুজ্জামান। উক্ত Workshop এ ০৩জন বিদেশী স্বনামধন্য রিসোর্স স্পীকারসহ দক্ষিন এশিয়ার ১৭টি যথা: (১) বাংলাদেশ, (২) রিপাবলিক অব চায়না, (৩) ফিজি, (৪) ইরান (৫) ভারত, (৬) ইন্দোনেশিয়া, (৭) মালয়েশিয়া, (৮) জাপান, (৯) জার্মানী, (১০) মঙ্গোলিয়া, (১১) নেপাল, (১২) পাকিস্তান, (১৩) ফিলিপাইন, (১৪) রিপাবলিক অব কোরিয়া, (১৫) শ্রীলংকা, (১৬) থাইল্যান্ড ও (১৭) ভিয়েতনাম হতে মোট ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এপিও সেক্রেটারী জেনারেল সদস্য দেশে এপিও'র বিভিন্ন কর্মসূচি কথা তুলে ধরেন এবং এপিও সদস্যদেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।

তিনি আলোচ্য কর্মসূচি উদ্দ্যেশ সম্পর্কে আলোকপাত করেন- " (i) To familiarize participants with the methodologies of Material Flow Cost Accounting (MFCA), the concept of the circular economy, and good practices of MFCA implementation; (ii) To provide a platform for company executives, environmental management professionals, and MFCA practitioners to exchange experiences and knowledge on waste management and the application of MFCA; and (iii) To raise awareness of Green Productivity, the circular economy, and sustainable development".

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় ও এপিও কান্ট্রি ডাইরেক্টর জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি ৪(চার) দিন ব্যাপী বাংলাদেশে এনপিও এবং এপিও "Workshop on Material Flow Cost Accounting" শীর্ষক কর্মসূচি টি বাস্তবায়ন করায় এবং তিনি এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হতে পেরে গর্বিত বোধ করেন। তিনি বলেন যে, "Material Flow Cost Accounting (MFCA) as one of the Environmental Management Accounting (EMA) tools aimed to reduce both environmental impact and cost simultaneously. In addition, MFCA is also a tool used in organizations decision-making which is aimed at improving their business productivity by reducing costs through waste reduction. MFCA measures the flow of raw materials in both physical and monetary units. Cost categories are material cost, energy cost, system cost, and waste management cost. Reduced material input and material cost is directly is a direct result of reduced waste generation. This eventually leads to improved efficiency in processing and waste treatment cost. Hence, two key activities of environmental management are reduction of waste generation and resource consumption in order to lower environmental impact of the manufacturing process. MFCA identifies the source of waste generation as well the quantities and costs of waste generated from a process".

সিনিয়র সচিব মহোদয় আরও বলেন যে, আমি খুবই আনন্দিত যে, MFCA এর তিনজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করছেন । আমি আশা করি তারা কর্মশালার নির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি সনাক্ত করতে এবং MFCA রীতির উৎপাদনশীলতার ধারণাগুলোর কার্যকারিতা ও পদ্ধতিগুলো প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। পরিশেষে সিনিয়র সচিব মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

Material Flow Cost Accounting শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে Roles of Producers "Association and Farmers" Cooperatives শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩-২৭ এপ্রিল ২০১৭ ইং তারিখে FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000. Emerging Roles of Producers Association and Farmers Cooperatives শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং সভাপতিত্ব করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত বিকাশের প্রতি বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান। তিনি বলেন, মোট জিডিপির শতকরা ১৫ শতাংশ এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৫ ভাগ কৃষিখাতের সাথে সম্পৃক্ত। সিনিয়র শিল্প সচিব বলেন, বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলোতে কৃষিপণ্য বিপণন এবং লাগসই প্রযুক্তির প্রসার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষক সমবায় সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আন্তর্জাতিক উৎপাদনশীলতা ও বিপণন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ কর্মশালার অভিজ্ঞতা এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে এনপিও'র পরিচালক ও যুগ্ম-সচিব জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, এপিও'র প্রতিনিধি জিসু ইয়ান বক্তব্য রাখেন । ০৫(পাঁচ) দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশের মোট ২৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে Workshop on Successful Models of Integrated Farming বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিতঃ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে ৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী Workshop on Successful Models of Integrated Farming শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মসূচি গত ০৭-১১ মে, ২০১৭ ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ২১২, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচিতে (১) রিপাবলিক অব চায়না, (২) কম্বোডিয়া, (৩) ফিজি, (৪) ভারত, (৫) ইন্দোনেশিয়া, (৬) ইরান, (৭) নেপাল, (৮) পাকিস্তান, (৯) ফিলিপাইন, (১০) শ্রীলংকা, (১১) থাইল্যান্ড, (১২) ভিয়েতনাম ও (১৩) বাংলাদেশসহ মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী, ৬ জন রিসোর্স পারসন ও ১ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। এপিও'র কৃষি বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসাব Dr. Shaikh Tanveer Hossain এপিও সেক্রেটারী জেনারেলের পক্ষে বক্তব্য পাঠ করেন। এনপিও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান স্বাগত বক্তব্য দেন।

Workshop on Successful Models of Integrated Farming শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মসূচির এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব, উক্ত কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বিষয়ে এফবিসিসিআই এর সভাপতির সাথে এনপিও'র মত বিনিময় সভা

ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ এর সাথে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক" আলোচনা সভা গত ১৩ জুলাই ২০১৬ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" ০২ অক্টোবর, ২০১৬ দেশ ব্যাপী যথাযথভাবে উদযাপন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় আগত প্রধান অতিথি, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্টি (এফবিসিসিআই), এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ, বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিঃসচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গণি শোভন এবং এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জায়েদ ইয়াহিয়া সহ সকল অতিথিবৃন্দকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্মসচিব), জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ তাঁর স্বাগত বক্তব্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান । প্রধান অতিথি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এফবিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও সমঝোতা স্মারকসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ, সভাপতি, এফবিসিসিআই, বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিঃসচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস এবং এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান কর্তৃক গত ২০/০৬/২০১৭ ইং তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয় । উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের সহযোগিতার লক্ষ্যে এনপিও এবং নাসিব এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)স্বাক্ষর

জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রও কুটিরশিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা জোরদারের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বে কাজ করতে সম্মত হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক(এমওইউ) স্বাক্ষর করে । সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসির উপস্থিত ছিলেন । সমঝোতা স্মারকে এনপিও'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং নাসিবের পক্ষে সংগঠনের সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গনী শোভন স্বাক্ষর করেন । উক্ত অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাসিব কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন ।

সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুযায়ী, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে । এনপিও এবং নাসিবের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর কমপক্ষে ০৪(চার) টি বিভাগীয় শহরে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে । এসব কর্মশালায় এনপিও প্রয়োজনীয় রিসোর্স পারসন প্রেরণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে ।

এনপিও'র কারিগরি সহায়তায় কেন্দ্রীয়ভাবে নাসিব প্রতি বছর ০২(দুই) টি সেমিনার বা কর্মশালা আয়োজন করবে । পাশাপাশি উভয় প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর যৌথভাবে ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করবে । এনপিও প্রতি বছর 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে নাসিব কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। সে অনুযায়ী নাসিব সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত এবং আবেদনে উদ্বুদ্ধ করবে । অনুষ্ঠানে সিনিয়র শিল্প সচিব এ ধরনের উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারি অংশীদারিত্বে দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদার হবে । রুপকল্প-২০২১ অর্জনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন । তিনি পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সব খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কাম্য অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানান ।

এনপিও এবং নাসিবের মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস শিল্প মন্ত্রণালয় , অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রণালয়, এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং নাসিবের সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গনী শোভন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ১১তম সভা অনুষ্ঠিত

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ রবিবার বেলা ১১.৩০ মিনিটে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩০৬ ,৩য় তলা, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা) জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এনপিও'র পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এর সঞ্চালনায় গত ১০ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ১৯৮৯ সাল থেকে এ পযন্ত জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র সহায়তায় আধুনিক টুলস্ এন্ড টেকনিক্স এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখে আসছে। সারা দেশ ব্যাপী এ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এনপিও'র কলেবর বৃদ্ধি ও যুগোপযোগীকরণের জন্য এ দপ্তরকে ৩টি আঞ্চলিক অফিসসহ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার উপর উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের ১১তম সভা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ পালন উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং, ৫ আশ্বিন ১৪২৩ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০টায় হোটেল ৭১,পার্লামেন্ট হাউজে ''টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা অপরিহার্য'' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন, চেয়ারম্যান, জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ জনাব মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিসি সচিবালয় এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ ।

প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন, চেয়ারম্যান, জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫, জনাব মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিসি সচিবালয়, নাসিবের সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গনী শোভন এবং এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ।

এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের সাথে সিনিয়র শিল্প সচিবের মত বিনিময় সভা:

গত ০২অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬" উদযাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাথে এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর প্রতিনিধির মধ্যে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি , ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব), জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ, এনপিও'র যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির ও নাসিব এর সভাপতি জনাব মির্জা নুরুল গণি শোভন। মত বিনিময় সভায় এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জায়েদ ইয়াহিয়া আগত সকল অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জায়েদ ইয়াহিয়া এবং এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব অজিত কুমার পাল এফসি।

এনপিও এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, (বিডব্লিউসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)স্বাক্ষরের উপর প্রাথমিক মতবিনিময় সভা:

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, (বিডব্লিউসিসিআই) এর সভাপতি মিসেস সেলিনা আহমাদ এর মধ্যে গত ২২-০৬-২০১৭ ইং তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে প্রাথমিক মতবিনিময় সভা বিডব্লিউসিসিআই এসোসিয়েশন এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রাথমিক মতবিনিময় সভায় বিডব্লিউসিসিআই পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ।

এনপিও এবং বাংলাদেশ উইমেন্স চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের উপর প্রাথমিক মত বিনিময় সভা

"Effective Policy of Enhanced National Productivity of Agro Processed Products" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা) এর ৫ যৌথ উদ্যোগে "Effective Policy of Enhanced National Productivity of Agro Processed Products" শীর্ষক সেমিনার সেলিম সেন্টার, ১৯/২ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ এ অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সেমিনারে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে কম খরচে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপসহ এনপিও'র সার্বিক কর্মকান্ড তুলে ধরেন ।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, নির্বাহী সদস্য, বাপা বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা সালমা আকতার। অধ্যাপিকা সালমা আকতার তার বক্তব্যে পণ্যের বহুমুখী (Diversification) করণের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত "Effective Policy of Enhanced National Productivity of Agro Processed Products" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল কলসালটেন্ট ভ্যালু চেইন বিশেষজ্ঞ ড. সালেহ আহমেদ ।

এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম "On Job Training(OJT) KAIZEN" বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন । সর্বশেষে বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা) চেয়ারম্যান জনাব আ ফ মোঃ ফখরুল ইসলাম মুন্সি সেমিনারে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

"Effective Policy of Enhanced National Productivity of Agro Processed Products"
শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠান

মানব সম্পদ উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, Increasing Productivity at Work, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন" শীর্ষক শিরোনামে দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে । দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫৩টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার মাধ্যমে ২২০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

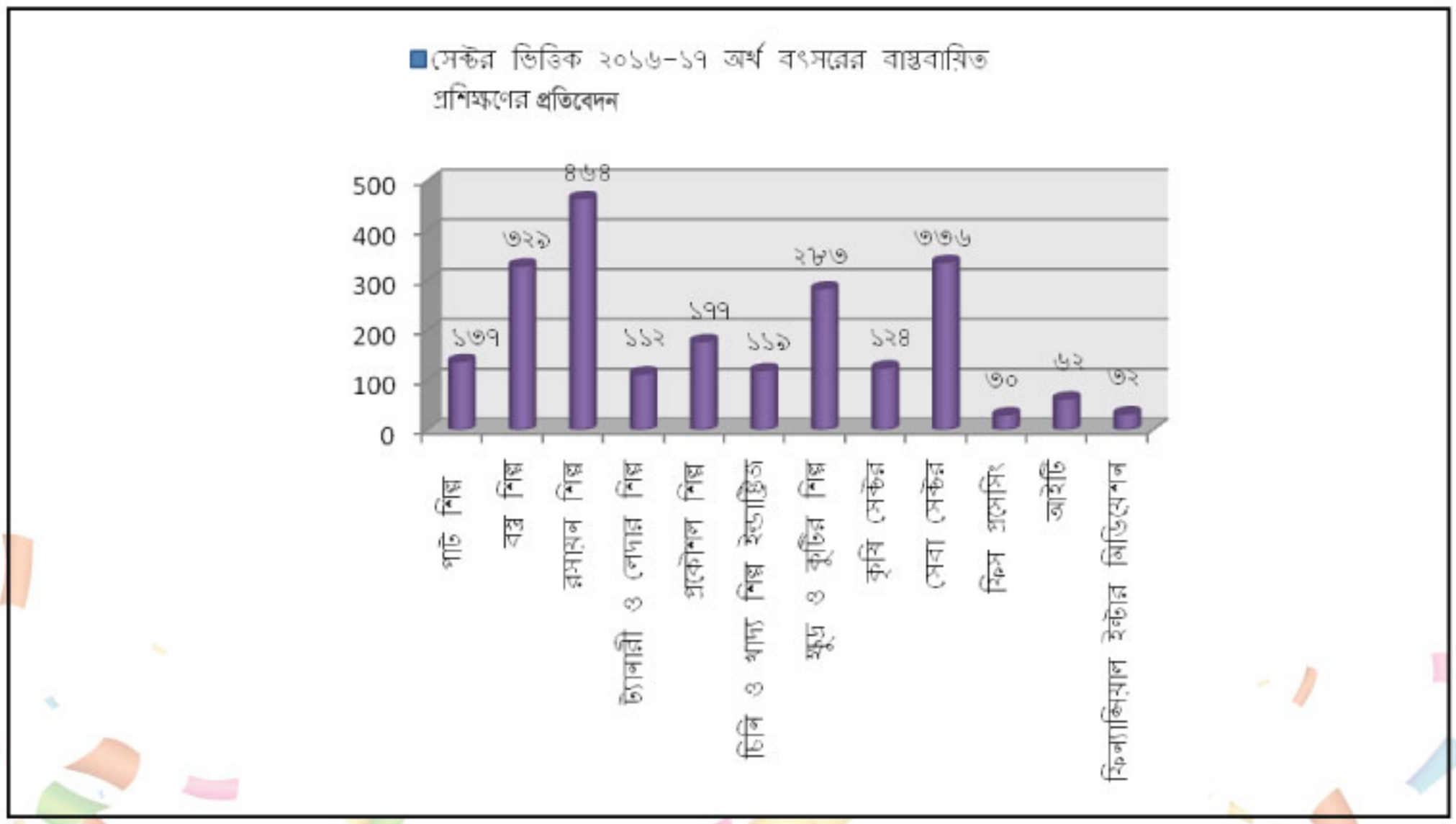

চিত্র : সেক্টর ভিত্তিক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের লেখচিত্র প্রতিবেদন ।

সেক্টর ভিত্তিক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের চিত্র

জনতা জুট মিলস্ লিঃ, ঘোড়াশাল

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আইন সহায়তা কেন্দ্র (আশক) ফাউন্ডেশন

লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস, ডেমরা অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সনদপত্র বিতরণের একাংশ

"কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগীতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শাহ্ জালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

সেক্টর ভিত্তিক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের চিত্র

ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ, খুলনা

ব্যবহারিক জাপানী ফাইভ এস (5s) এর উপর আলোচনা সভা

শিল্প সহায়তা কেন্দ্র, বিসিক, বগুড়া

রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, ঢাকা

ন্যাশনাল টিউবস লিঃ, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , দিনাজপুর

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড (জিইএমকো) 5s শীর্ষক কর্মসূচি

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড (জিইএমকো) দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী ও বন্দর নগরীর চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দর নিকটবর্তী অত্যন্ত মনোরম স্থান পতেঙ্গায় অবস্থিত । জিইএমকো দেশের গুরুত্বপুর্ণ অত্যাবশকীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তথা বিতরণ ট্রান্সফরমার, লাইটেনিং এরেস্টার, ড্রপআউট, ফিউজ ইত্যাদি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনকারী দেশের প্রথম এবং একমাত্র রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান । ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক গত ২৯-৩১ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে " কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক জাপানী পদ্ধতি 5s শীর্ষক কর্মসূচির ১ম ধাপ পরিচালনা করা হয় । জিইএমকো তে ব্যবহারিক জাপানী পদ্ধতি 5s এর সঠিক ব্যবহার সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৩২ সদস্য বিশিষ্ট 5s টিম গঠণ করা হয় ।

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃএ ব্যবহারিক জাপানি পদ্ধতি 5s শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 5s কমিটি

পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এর যোগদান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যোগদানকারী পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান বিদায়ি পরিচালক জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়কে ফুলের তোড়া ও ক্রেষ্ট প্রদানের একটি মুহূর্ত ।

এপিও'র গভার্নিং বডির ৫৯ তম সভা:

এপিও এর গভার্নিং বডির ৫৯ তম অধিবেশন গত ১০-১২ এপ্রিল, ২০১৭ তেহরান, রিপাবলিক অব ইরানে অনুষ্ঠিত হয় এপিও এর সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের কান্ট্রি ডাইরেক্টরগণ অধিবেশনে অংশগ্রহন করেন । এ সভায় অন্যান্য আলোচ্য সূচীর মধ্যে ২০১৭/২০১৮ বছরের জন্য এপিও'র চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয় । উক্ত অধিবেশনে APO Director for সিংগাপুর এর Chew Mok Lee was elected as Chair, APO Director for Sri Lanka Javigodage Jayadewa Rathnasiri as First Vice Chair and APO Director for Thailand Dr. Somchai Harnhirun as Second Vice Chair পদে নির্বাচিত হয়।

Philippines hosts workshop on Public-sector Leadership 2017/05/16

The Development Academy of the Philippines is hosting a Workshop on Public-sector Leadership in Manila, 15-19 May 2017. The workshop is part of a series of interventions by the Asian Productivity Organization (APO) to promote higher performance in the public sector in member countries through enhanced leadership প্রোগ্রামে এনপিও'র পরিচালক(যুগ্ম-সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান অংশগ্রহন করেন ।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এপিও'র ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কোর্স

এপিও এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় বাংলাদেশ Global Distance Learning Centre, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ এ (১) e-Learning course on Value Addition to Agrifood Products. (29 August -1September 2016), (2) e-Learning Course on Total Productive Maintenance (TPM) Applications in SMEs (21-24 November 2016) Ges (3) e-Learning Course on Innovative Approaches in Marketing of Agrifood Products (5-8 December 2016) ০৩(তিন) টি ই-লার্নিং কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ই-লার্নিং কোর্সসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বোর্ড, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বিভিন্ন ট্রেড বডিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কর্মরত ৭৩ জন কর্মকর্তা প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন ।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী গত ২৯-১০-২০১৬ তারিখ সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৪.৪৫ পযন্ত এনপিও'র প্রশিক্ষণ কক্ষে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান। এনপিও'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করেন । চিনি ও খাদ্য শিল্পে নিম্ন উৎপাদনশীলতার অন্তরায় বিষয়ক ধারণা সম্পর্কে কনসেপ্ট পেপারের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাজু আহম্মেদ এবং গবেষণা কর্মকর্তা (সি.সি.) জনাব মো: মনিরুউজ্জামান ISO-9001 এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন । এছাড়াও এনপিও'র ০৩ জন গবেষণা কর্মকর্তা (জনাব রিপন সাহা, মিস সুরাইয়া সাবরিনা ও জনাব মোঃ মেহেদী হাসান) উৎপাদনশীলতার মূল ধারণা (Basic Concept of Productivity) এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ।

এনপিও পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন

KAIZEN কর্মসূচি

কাইজেন হলো নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া যা মানব নির্ভর বিষয় অথচ প্রক্রিয়া নির্ভর চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কাইজেন দর্শনের মাধ্যমেই কলকারখানা গুলোকে আরও উৎপাদনশীল করা সম্ভব। TQM দর্শনে কাজ করতে হলে বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় যা অনেক সময় কোম্পানি বহন করতে পারে না। আবার এ ক্ষেত্রে যে Improvement হয় তা Sustainable নাও হতে পারে। বিশ্বের অনেক কোম্পানিই এ দর্শন কাজ করে মার্কেটে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু কাইজেন দর্শন কোম্পানির উন্নতির একটি ব্যতিক্রম ও সহজ পদ্ধতি যা খুব সহজে আয়ত্ব ও অনুশীলন করে যে কোন প্রতিষ্ঠান উন্নতি করতে পারে । কাইজেন দর্শন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কর্মী পর্যন্ত সবাই একসাথে প্রতিষ্ঠানের ভিষণ ও মিশনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে । মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক কাইজেন দর্শন ব্যবহার করে ফাংশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং কর্মীদের দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। সুপার ভাইজর কাইজেন কর্মসূচি তৈরি কর্মীদের পর্যাপ্ত গাইড, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে, কর্মীরা ছোট ছোট দলে কাইজেন কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করে এবং নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের জন্য কাইজেন নির্ধারিত বিভিন্ন টুলস অনুশীলন করে থাকে। এনপিও গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তিনটি প্রতিষ্ঠানে কাইজেন কর্মসূচি শুরু করে স্টার জুট মিলস লিঃ, খুলনা এবং করিম জুট মিলস্ লিঃ, ডেমরা, ঢাকা সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। অপর একটি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস্ লিঃ এ কাইজেন কর্মসূচির ১ম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি চলছে।

করিম জুট মিলস্ লিঃ, ডেমরা, ঢাকা এ KAIZEN কর্মসূচি বাস্তবায়ন

করিম জুট মিলস্ লিঃ বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পাটকল। পাটকলটি ডেমরা, ঢাকা জেলায় ১৯৫৪ সালে স্থাপন করা হয় । প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে ১৯৫৭ সাল থেকে । উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ (১) সুতা (২) চট ও ব্যাগ (৩) স্লাইভার ক্যান (৫) ববিন ।

করিম জুট মিলস্ লিমিটেড, ডেমরা, ঢাকায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাইজেন (KAIZEN) কর্মসূচির আওতায় স্পিনিং Machine পরিদর্শন

করিম জুট মিলস্ লিঃ এ কাইজেন টিম

গত ২৭-২৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে এবং ২০-২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীণ করিম জুট মিলস্ লিঃ এ কাইজেন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ১ম ও ২য় ধাপ এনপিও এর একটি কাইজেন বিশেষজ্ঞ টিম কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছে ।

স্টার জুট মিলস্ লিঃ, খুলনায় KAIZEN কর্মসূচি বাস্তবায়ন

স্টার জুট মিলস্ লিঃ খুলনা জেলার চন্দনীমহল এ মিল নং ১ এবং মিল নং ২ যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৬ সালে স্থাপন করা হয়। পাট কলটি ১৯৫৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। মিল নং ১ এবং মিল নং ২ এ উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ (১) হেসিয়ান কাপড় ও ব্যাগ (২) স্যাকিং কাপড় ও ব্যাগ। স্টার জুট মিলস্ লিঃ খুলনায় গত ০৬-০৮ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কাইজেন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ১ম ধাপ এনপিও এর একটি কাইজেন বিশেষজ্ঞ টিম কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছে ।

স্টার জুট মিলস্ লিঃ এ কাইজেন টিম

এনপিও'র কাইজেন বিশেষজ্ঞ টিম

এপিও কর্তৃক জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭ পর্যন্ত সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) একটি আন্ত:আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (Inter-Governmental Regional Organization)। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র লিয়াঁজো অফিস হিসেবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এ আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এপিও এর সর্বমোট ৪৪টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে এনপিও থেকে ১৮ জন, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২৩ জন, অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে ০৪ জন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭ জন অংশগ্রহন করে ।

নিম্নে ০৪(চার)টি ক্যাটাগরির লেখচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলঃ

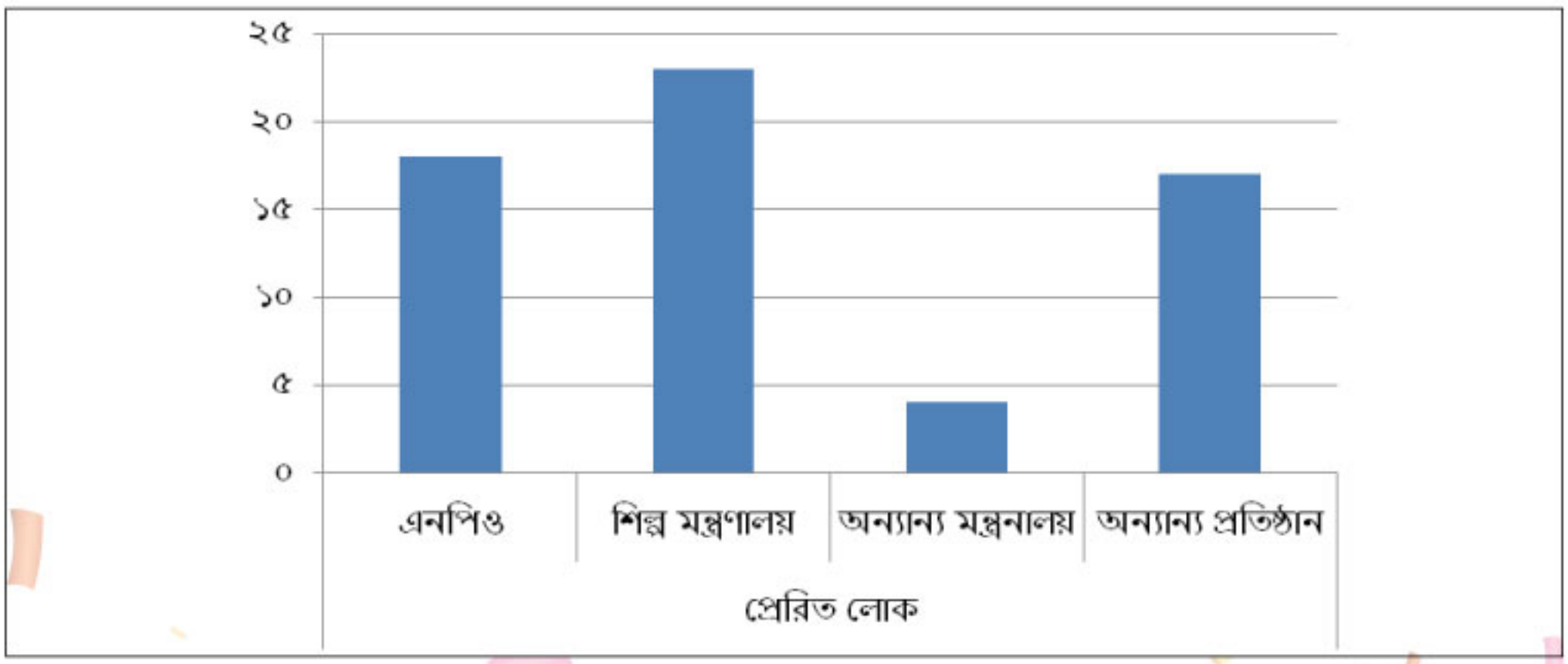

চিত্র: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭ পর্যন্ত এপিও এর প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহনের লেখচিত্র প্রতিবেদন

প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ১৬তম সভা:

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির ১৬তম সভা আগামী ০৬-০৬-২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় এনপিও প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) জনাব কামাল উদ্দিন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ।

পাট শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির ১৫ তম সভা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পাট শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির ১৫তম সভা গত ২০-০৬-২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)'র পরিচালক (উৎপাদন ও পাট) জনাব এ,কে, নাজমুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বিজেএমসি'র বোর্ড কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সেক্টর ভিত্তিক ৮টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি:

জাতীয় অর্থনীতির প্রধান খাত ও উপখাত সমূহের সাথে সমন্বয় রেখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বর্তমান কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১২টি শিল্প/সেবা সেক্টরে কাজ করে আসছে । ১২টি শিল্প/সেবা সেক্টরের জন্য গঠিত ৮টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপেদষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটিসমূহ হল- ১। প্রকৌশল

প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টর , ২। পাট শিল্প সেক্টর , ৩। বস্ত্র শিল্প সেক্টর, ৪। রসায়ন শিল্প সেক্টর, ৫। চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টর, ৬। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টর, ৭। কৃষি শিল্প সেক্টর এবং ৮। সেবা শিল্প সেক্টর । উৎপাদনশীলতা বিষয়ক গঠিত ৮টি উপদেষ্টা কমিটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, সুপারিশ, পরামর্শ এবং যে সমস্ত দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করেন, তা যথারীতি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটিসমূহের সমন্বয়ে এনপিও দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

সেক্টর ভিত্তিক ৮টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন

রসায়ন, ট্যানারী ও লেদার শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

গত ০২-০৮-২০১৬ ইং তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর রসায়ন, ট্যানারী ও লেদার শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুল হাই পরিচালক (অঃদাঃ) (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি। সভায় রসায়ন, ট্যানারী ও লেদার শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

গত ০২-০৮-২০১৬ ইং তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এর চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ৫ম সভা জনাব এ. এস. এম. আবদার হোসেন, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি এর সভাপতিত্বে এনপিও এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ।

প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ১৫তম সভা:

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর প্রকৌশল ও আইটি সেক্টরের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির ১৬ তম সভা গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), জনাব কামাল উদ্দিন, (যুগ্ম সচিব)। সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রকৌশল ও আইটি শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করাসহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সেবা শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সেবা সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর পরিচালক (কারিগরি) কর্ণেল এ. আর মোহাম্মদ পারভেজ মজুমদার, এএফডব্লিউসি, পিএসসি । সভায় সেবা শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাট শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা:

গত ২৪-০৮-২০১৬ ইং তারিখ, রোজ বুধবার বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পাট শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজেএমসি'র পরিচালক (উৎপাদন ও পাট) ও উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব এ, কে, নাজমুজ্জামান । সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাট শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠনসহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বস্ত্র শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি) এর পরিচালক (পরিচালন) পীরজাদা শহীদুল হারুন (যুগ্ম-সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এর জন্য গঠিত বস্ত্র সেক্টরের সভা গত ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় এনপিও'র প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলো।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ২৬-০৯-২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর যুগ্ম-সচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা), জনাব জীবন কুমার চৌধুরী এর সভাপতিত্বে এনপিও এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা :

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ২৩-১১-২০১৬ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহা-পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান । সভায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ।

IT: the next bright spot

By

Ashraf Jahan
Senior Information Officer
Bangladesh Employers' Federation

Technologies can bring about a paradigm shift in economic and social spheres, offering new directions and growth strategies and opportunities for traditional as well as emerging industries. **Bangladesh's ICT sector is a $1-billion industry with more than 1,500 firms and 40 offshore development centers.**

The sector got a huge boost in 2008 when the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina laid out the vision of building a Digital Bangladesh by 2021. Since then, the industry has gone on to become a big hub for freelance work via online marketplaces such as Upwork, punching with heavyweights like India and the US and coming higher in the rankings than China, Canada and the UK.

Gartner, an American IT and research firm, counts Bangladesh among the top 30 outsourcing destinations in the world, and the country came in at No. 26 fo Chicago-based global management consultancy firm AT Kearney's index of top 50 off shoring destinations. The reason for the wave of optimism is the country's large youth population, who happens to be very receptive to the latest technology. To harness it, the Asian Development Bank, the World Bank and the finance ministry have taken up projects to train about 59,000 IT professionals over the next three to four years.

The government has granted tax exemption until 2024, withdrawn value-added tax from e- commerce and given 300 acres of land in Kaliakoir to develop an industrial park .The government has now set its sights to hit US$1.0billion in exports of IT and IT-enabled services by 2018 and it has already registered $450 million, according to the ICT division.

In the last 3 years Bangladesh has seen a tremendous growth in the information technology (ICT) sector. It has a market of 160 million + people, where consumer spending is around USD 130 Billion + growing at 6% annually. After Telco's launched 3G services in 2013 internet penetration in Bangladesh grew by 22% by the end of 2014. Of the 66.8 million active Internet subscribers (BTRC Dept 2016), nearly 96% are on mobile and 10 million use smart phones, and rapid rise in social networking (23 million + Facebook users), we have seen incressed emergence of digital savvy consumers.

Government policy and awareness

In last 3 years the Government of Bangladesh played a major role in promoting the ICT sector as the next growth engine for Bangladesh. The present government's election manifesto of Digital Bangladesh was campaigned by Sajib Wazed joy, Advior to the Hon'ble prime Minister for Information and Technology and Zunaid Ahmed palak, M.P State Minister of ICT. A major role was played from a2i project, the key driver from the prime Minister's Office in deploying the rapid expansion of technologies in delivering public services to citizens. Some of the key milestones of a2i project have been the following:

- 8.5 million students learning from multimedia content developed by 100,000 teachers
- 105 Digital Talking text books for all disabled students
- 103 innovations incubateb through Service Innovation fund
- $28.15 mil earnings for digital Center Entrepreneurs

The ICT ministry played a phenomenal role in creating awareness and programs to transform ideas into reality through programs like Digital World, ICT Expo, National Hackathon, Connecting Startup Bangladesh etc.

Recent policy support by the govt. has been very helpful in creating attractiveness of the ICT sector, Here are several key incentives:

a. 100% foreign ownership of companies allowed
b. Small-cap exchange to be implemented to allow easier raising/ listing on capital markets
c. Software park which facilitated high speed Internet connection trade facility similar to Export Processing Zones (EPZ)

After 3 years, we now have a mix of community tech space, co-working space and accelerators. As an emerging economy we have fundamental gaps in Infrastructure that impact digital entrepreneurship, connectivity and technology development.These hubs are providing that enabling in frastructure, and providing skills training in the IT sector, As a mandate government will try to bring ICT program throughout the country, but the impact will be less if certain areas of the country does not have surrounding ecosystem mature enough to support viable startup, and accelerator activities. For example, Dhaka has enough critical mass of all the right things-access to funding, universities, international tech companies, media, entrepreneurs, etc. which allows the plece to build a successful tech hub.

Building a thriving ecosystem requires close collaboration between the public and private sectors. As we move along this path, we predict that we will develop a closer working relationship between the public and private sector.

BASIS policy and advocacy Service

The software association of Bangladesh, popularly known as BASIS focused on startup activities in Bangladesh. Shameem Ashan ex-president of BASIS demonstrated tremendous leadership. They initiated well known program like BASIS soft expo, BASIS Student Forum, BASIS e-commerce alliance etc, to create awareness about startups and facilitate the growth of this sector In order to develop the IT sector of the country, Government has take following steps:

a. Bangladesh Bank has recently relaxed ragulation in support of the ICT (information and communication technology) sector helping it achieve the target of US $5.0 billion software exports by 2021. Now, banks are allowed to remit from $25,000 to $30,000 on behalf of IT or software firms in a calendar year.

b. The central bank has also increased the limit of ERO to 70 percent from 60 percent earlier to facilitate exprots of ICT services. To promote exports of ICT services, it has now been decided that ICT- related service exporters may retain 70 per cent of their repatriated exports receipts in ERQ accounts.

c. The bank however,simplified declaration on ' Form-C for inward remittance for the purpose of ICT- related services to assess the actual exports earnings from the ICT sector.

d. 7 year tax holiday for registered IT companies.

e. Private equity and venture capital policy framework implemented as of july 2015.

f. Vat for e-commerce reduced to NIL.

Private sector movement at the heart

a. Startups- There has been significant increase of new startup and founders joining the space which was not seen in the past. It is not Limited to first time entrepreneur only, but people with professional work experience are taking risk to join the startup life. A recent study by Light Castle Partners (LCP) identified top 3 sectors where startups are currently working now e-commerce, tech and impact businesses.

b. Telcos- Have played one of the major stakeholder as they built the Infrastructure investment in 3G that practically jump started the internet enabled businesses in Bangladesh. Local private device suppliers played the second biggest role in bringing the smart phone prices down locally manufacturing them. Last year 3 major telcos either started an accelerator program or sponsored one to promote digital business in Bangladesh such as Grameenphone Accelerator which provided access to deal flow.

c. Investment- We have few local angel investors who provide seed funding. However their numder is very limited with a deal below US $50,000. There are larger financial institutions that have invested across various range. Few of the venture capital and private equity companies who are currently working in Bangladesh are: Fenox Ventures, IPE Capital, BD Venture Limited, Aviskar, DEFTA partners, Innotech Corporation, Bangladesh Venture Capital, Razor Capital, 500 startups, Segnel Ventures, IMJ Ventures, Mind Initiative, Brummer & partners, princestreet, Osiris Group VIPB, IFC etc. A recent study by light Castle partners (LCP) identified preferred sectors by investors are MFS (83%) Health Tech (67%) and C2C Commerce (50%) Few of the local startup that recently got fund, to our best knowledge, are: paywell, priyo.com Solaric, SureCash, AjkerDeal, pathao, Bagdoom, Sheba, BPCL, Brian Station, Magnito Digital, Doctorola etc.

d. Ecosystem Builders- The startup ecosystem originally sarted in 2013 with main advocates being Startup Dhaka also know as SD Asia, Team Engine, Hub Dhaka, EMK Center, Bette Stories,preneur Lab etc. Most of these companies are involved in mentoring, coaching and accelerator program which help startup develop their business to next stage.

Challnges

The trust with the consumers is the most important factor for growth in the ecosystem. If consumers do not feel comfortable conducting e-commerce online, it will slow the growth. this is why it is important to establish Consumer protection program and policies that cover refund, fraudulent activity and consumer data there needs to be reporting mechanisms and actions taken so that consumer feels protected. There will be huge amount of data being generated and there is need to stricter data protection laws in place so that one cannot easily give consumer data to anyone.

Competition

We do believe that everyone needs to operate with the same rules. In the startup world, it is best to let the customers choose the winner. This will enable to strive and carry the industry to drive better results and improve standards of the businesses to keep up. Consumers will also adopt technology startups at a faster rate through experience better quality. Though the word of caution is for international companies who spend outside of the country duell mother brand having global spending contracts. A local company face restrictions especislly when sending money abroad for advertisements where as foreign companies can spend from their foreign company accounts which is faster and easier to deploy.

Recommendations

Tax Incentives

Raising capital is not easy, from the seed round to different fund raising rounds until exit or IPO. The market hasn't matured to attract mainstream international investors, as deal flow is still limited and

growing. Although alternative vehicle policies are being created to attract mainstream investors, we need to grow our local angel investor scene with policy incentives by giving tax credits. we propose tax incentives to encourage investors to risk their money in startups. Since access to startup funding is an issue, tax incentive to encourage people with considerable risk appetite can be a good alternative for the local market. This will help to fund more early/seed stags startups to increase deal flow for the entire ecosystem.

Matching Grant for fund Raised by Startups

Singapore government has launchd initiative like Business Angels Scheme (BAS), which matches any investment up to SG$2 million (US $1.32 million) that a startup raises from a business angel investor through its investment arm SPRING SEEDS Capital pte L.td. Bangladesh governmenty has similar grant for technology companies called Innovation Fund, which is really not promoted among the community. This fund could easily be used to match fund raised by local startups to provide financial backing that the startups requre so desperately.

Regional Connectivity

India, Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia and philippines have a growing startup community. Privately a lot of local startups are connecting regionally, but from government level we need to connect as well, These markets have poligy frame works that we can use and best practices that we can implement. We need to bridge, the stakeholders from the regional startup community for idea sharing to better support the eco-system. The government can also provide subsidies to participate in the regional tech events to the starups.

Bridge the Academia with Enterpreneurship

Many entrepreneurs in Bangladesh have started by necessity or taken risk with leap of faith to earn more. Though many have gone through a formal education system, there are many others who haven't been able to various reasons, get access to quality education.

Knowledge is the key to any economy moving towards an advance society. Therefore vocational training to provide basic knowledge to startup entrepreneurs is a necessity to build solid companies based on fundamentals.

Mindset of young founders needs to change when they are learning at schools and universities. Same time Government education policy needs to align with their vision of digital ecosystem so that there is a pipeline for talents in the private sector. It's a long process but in the short term there has to be a way to make the education system more relevant for the ICT sector. This will be also helpful if university can encourage students to get more relevant job experience in early stages is internship programs in tech companies. This way both students and tech companies benefit from developing talent that is more prepared for the future. Government can take initiatives for that.

Contribution from Most Important Stakeholders

The Telcos, payment service providers, logistics, Service companies and Government (ICT Ministry) should support local startups in next 5 years to get decent valuation. The telcos need make the data service cheaper, payment provlders need to made online payment secured and samless, logistics services need to be reliable and designed to support cash on delivery system, which is a dominant payment solution in South East Asia, service companies need to start solving real problems that is affecting the bottom of the pyramid, and ICT ministry needs to work with all the parties so that real change can happen.

Facilitating productivity by EPZ enterprises in the industrial arena of Bangladesh

Major General Mohd Habibur Rahman Khan, ndc, psc
Executive Chairman
Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA)

Bangladesh, with its rising wave of imports and exports, has experienced a series of industrial policies. The country is on its right track to bring structural changes by pursuing export led growth strategy through attracting the investment from home and abroad. Through "The new industrial policy, 1982" many nationalized jute and cotton textile factories were transferred to private owners. After that. government reviewed the Industrial policy many times and at last it was reviewed in 2016. The upgraded Industrial policies followed the earlier moves towards the deregulation of ongoing structural adjustment program providing more incentive instruments available to the export oriented entrepreneurs.

In light of the industrial policies of the country, "The Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980" was enacted which ensures legal protection to foreign investment in Bangladesh against nationalization and expropriation. It also guarantees repatriation of capital & dividend and equitable treatment with local investors. At the same time, "The Bangladesh Export Processing Zones Authority Act" was passed in the parliament. Accordingly, the concept of Export processing Zone in Bangladesh commenced its journey in the year 1983 with a view to accelerating economic development through rapid industrialization, investment promotion, employment generation, foreign exchange earnings, technology transfer and other relevant economic parameters. The EPZ concept is defined by International Labour Organization as "Industrial zones with special incentives to attract foreign investors, in which imported materials undergo some degree of processing before being (re) exported again"

As of now (i.e. June, 2017) eight state owned EPZs have been established consisting total 680 industrial enterprises under the umbrella of Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA), of which 464 are currently in operation. The EPZs are operating successfully employing almost 4,79,181 Bangladesh people with an Investment of US$ 4.34 billion.The cumulative export from the EPZs is US$ 6.54 Billion for Fiscal Year 2016-2017 which is almost 20% of our national export. These statistical figures are visible; clearly denoting EPZs' strong presence in the country's economic domain through achievement of broader objectives like employment generation, FDI inflow and export promotion.

However, certain subtle qualitative dynamics indued by EPZ enterprises have not been notified explicitly, such as empowerment, technological knowhow, export diversification digitalization and improvement of purchasing parity and as a whole the poverty alleviation. The most remarkable one is the development and successful application of updated PRODUCTIVITY concept in the management and production of the respective enterprises.

During the nineteen eighties when local industrial units were familiar with the traditional quantitative production method, some EPZ units then introduced qualitative Work and Time Study method in their production process to enhance output. Imparting training and hiring of experts from overseas were some other very common characteristics of number of advanced industrial units in EPZs at that time. Therefore, an industrial culture of adopting up-to- date

productivity tools and techniques were very much prevalent in the enterprises of EPZs since beginning. The spillover effet of such positive initiatives has influenced the local entrepreneurs as well to adopt different tools and techniques to enhance their production in order to remain competitive in the global market.

If we look back into the past thirty years of development it is evident that several Japanese enterprises in Chittagong EPZ successfully introduced "5S" (Sorting, Straightening, Shining, Standardization, Sustaining) concept to enhance workplace organization capability & visual management standards. EPZ enterprises which mostly pursued assembling works and required efficient management like manufacturers of auto parts, fishing wheel, Printed Circuit Board, etc. Successfully applied 5S method in their work places. Increasing productivity through reducing "7 wastes" (Over-production, waiting, motion, transport, over processing, inventory, defect and value adding activity) is another commonly followed techuique in factories within EPZs. This techniuque primarily based on Non-cost Principle that is reducing cost to reach higher productivity. In conjunction with productivity improvement, "skill transfer scheme" by some Japanese and Korean Units have also played a pivotal role in bringing some qualitative changes in the industrial culture inside the Export Processing Zones, Moreover, many of the enterprises in EPZs have introduced a separate Idustrial Engineering (IE) Department in their management to work on continuous upgradation of the technology and enhancement of productivity of the company.

The competency level and resource availability to introduce state of art technology and impart modern productivity conecept by EPZ based foreign enterprises is very strong because of the existence of parent companies' operation in various overseas locations. It is easier for EPZ enterprises to bring in new technology, innovation and advanced productivity tools and techniques from their overseas units to Bangladeshi Units. Some units have been sending their mid-level technicians and operators on regular basis to their parent companies based in Japan, Korea, China, Taiwan so that the trained workers can be self-sufficient and offset foreign technicians phase wise.

It is also noticeable that the EPZ units are currently leading from the forefront in introducing Lean production Concept, Six Sigma, and Green production (GP) concept in respective units. Some EPZ units have obtained credentials through LEED Certification championing the message of efficient energy management, reducing carbon emission, saving skylights, using solar energy, using rainwater and recycled water and overall sustainability of the business. For instance, M/s Remi Holdings Limited of Adamjee EPZ has achieved 'LEED Platinum Certification with the score of 97 points out of 110, which is highest ever for a garment industry in the world. The pioneering role of these units in introducing latest productivity concept is likely to have multiplier effect on overall industrial environment of the country.

in addition to its quantifiable contribution to the national economy, role of EPZs in escalating productivity concept in the industrial arena is required to be equally recognized which in turn impacting overall industrial environment of Bangladesh in a positive wave, Nevertheless to mention that EPZs of Bangladesh have proven its worth in the economic history of Bangladesh. The success story of under BEPZA might be a milestone for the newer concepts such as Economic Zones or other similar concepts like Hi-Tech Park, Industrial Parks and so on. The establishment of more new specialized zones may enhance the ability to eradicate poverty and inequality in society through enhancing PRODUCTIVITY in the overall economy.

To the end, being enlightened from our great leader Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman's economic vision, BEPZA through EPZ enterprises is trying its best to upsurge the PRODUCTIVITY in manufacturing sector under the policies of current government.

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর নিজস্ব ভবন

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর নির্মিতব্য নিজস্ব ভবন
প্লট নং- এফ-২০/এ, স্থানঃ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল ঃ npobangla@yahoo.com, Web: www.npo.gov.bd, Facebook: NPO BD
ডিজাইন ও মুদ্রণেঃ ইনোভেটিভ ওয়ে সলিউশন লিঃ, ৩৩ কাওরান বাজার, শাহ্ আলী টাওয়ার (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৫, মোবাইলঃ ০১৯১৮২৮৬৬৮৩

সম্পাদকীয়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবীরা দেশের অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। একই সাথে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা দেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এনপিও পেশাজীবী জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে নিয়মিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক ডাটাবেজ প্রণয়ন, ডিজিটাল অনলাইন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেকসই ওয়েবসাইট গঠন, এনপিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রণয়ন, সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণ, টেকসই গবেষণা এবং উপায় উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা, ও এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশকে সময়োপযোগী কার্যকরী ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা এবং সকল ট্রেডবডিকে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি নির্ণয় পূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বর্ণনা পূর্বক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ০২ অক্টোবর,২০১৭ ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। দেশব্যাপী যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা , বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে চিঠি প্রেরণসহ যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আধুনিক বিভিন্ন বিষয়সমূহ এদেশের জনগণকে আরও বেশি করে অবহিত করানোর জন্য টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা, (এনপিও বার্তা) প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদ ও ওয়ার্কিং কমিটির নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা) ১ম বারের মত প্রকাশিত হওয়ায় বার্তার মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রত্যাশিত। পরিশেষে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা) এ যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ দাবিরুল ইসলাম
সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

মিস মাহমুদা খানম
সদস্য ও যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

এস. এম. আশরাফুজ্জামান
সদস্য ও যুগ্মসচিব
এনপিও

মোঃ আব্দুল মুসাব্বির
সদস্য ও যুগ্ম-পরিচালক
এনপিও

মোঃ আমান উল্লাহ ফকির
সদস্য সচিব ও উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও

ওয়ার্কিং কমিটি

মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান
আহ্বায়ক ও উর্ধ্বতন গবেষণা
কর্মকর্তা, এনপিও

মোঃ রাজু আহম্মেদ
সদস্য ও গবেষণা
কর্মকর্তা, এনপিও

রিপন সাহা
সদস্য ও গবেষণা
কর্মকর্তা, এনপিও

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য ও গবেষণা
কর্মকর্তা, এনপিও

মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম
সদস্য সচিব ও গবেষণা
কর্মকর্তা, এনপিও

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল ঃ npobangla@yahoo.com, Web: www.npo.gov.bd, Facebook: NPO BD